প্রথম আলো

তারিখ ... 16 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের ৫ ছাত্র ৩ দিনের রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের পাঁচ শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাবাদের জন্য আদালত তিন দিনের পুলিশি রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড চেয়ে গতকাল মঙ্গলবার তাঁদের আদালতে সোপর্দ করেন। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের আলহাজ্ব সেলিমা রহমান কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষক আহসান হাবিবকে আটকে রেখে মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে তাঁদের সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

আহসান হাবিব বাদী হয়ে গতকাল ওই মামলা করেন। ওই শিক্ষককে আটকে রেখে টাকা তুলতে গিয়ে সাভার থেকে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) সদস্যদের হাতে আটক হন তাঁরা। এঁরা হলেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৩৮তম ব্যাচের ছাত্র জাবির হোসেন (২৩), ইতিহাস বিভাগের ৩৮তম ব্যাচের ছাত্র শফিক আলম (২২) ও আনিছুজ্জামান সিদ্দিকী (২২), দর্শন বিভাগের ৩৮তম ব্যাচের ছাত্র শাহেদ শাহ (২৩) এবং ঢাকা কলেজের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রুবেল ইসলাম। তবে, মামলায় নাহিদ, তমালসহ আরও তিনজনকে আসামি করা হয়েছে; তাঁরা এখনো পলাতক।

আহসান হাবিব সাভার থানায় দায়ের করা মামলায় উল্লেখ করেন, কলেজের কাজে বুধবার তিনি ঢাকার সেওনবাগিচা এলাকার একটি আবাসিক হোটেলে ওঠেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার জন্য পরের দিন বিকেলে তিনি রাজধানীর কল্যাণপুর বাসস্ট্যান্ডে বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় আগের পরিচয়ের সূত্র ধরে জাবির হোসেনের অনুরোধে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এরপর জাবিরসহ অন্যরা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আল বেরুনী হলের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে আটক রেখে নির্যাতন করেন। এরপর তাঁরা মুঠোফোনে তাঁর স্ত্রী ফুরশীদ জাহানের কাছে ১০ লাখ টাকা দাবি করেন। পুলিশি হেফাজতে থাকা অবস্থায় তিনি সাংবাদিকদের জানান, আহসান হাবিব তাঁদের পরিচিত। জাবির হোসেনের মাধ্যমে তাঁর (আহসান হাবিব) সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই সুমন নামের তাঁর এক বন্ধুর বোনের চাকরি এমপিওভুক্ত করার জন্য তিনি আহসান হাবিবকে ৮৭ হাজার টাকা দেন। বছর দুয়েক আগে ওই টাকা দেওয়া হলেও তিনি কোনো কাজ করতে পারেননি। জাবিরসহ আরও কয়েকজনের কাছ থেকেও তিনি বিভিন্ন কাজ করে দেওয়ার কথা বলে টাকা নিয়েছেন। সেসব কাজও তিনি সম্পন্ন করতে পারেননি। টাকাও ফেরত দেননি। এ কারণেই তাঁকে আটকে রেখে টাকা আদায়ের চেষ্টা করা হয়। আহসান হাবিব এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, গাইবান্ধায় জাবিরের এক আত্মীয়র মাধ্যমে কয়েক বছর আগে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে কোনো কাজে ঢাকা এলে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জাবিরের সঙ্গে থাকতেন।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মং সিংহাই মার্মা এক বিবৃতিতে বলেন, যতটুকু জানা যায়, পাওনা টাকা পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে পরিকল্পিতভাবে আটককৃতদের ফাঁসানো হয়েছে। মামলা দায়েরের কারণে কেন্দ্রীয় সংসদ জাবিরের প্রাথমিক সদস্য ও সাংগঠনিক পদ স্থগিত করেছে। তাঁরা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তও দাবি করেন। কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি এস এম ওভ ও সাধারণ সম্পাদক হাসান তারেক এক বিবৃতিতে জানান, অভিযোগ সত্য হলে রাষ্ট্রীয় আইনে তাঁর শাস্তি হবে। কিন্তু উভয় পক্ষের বক্তব্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমেই কেবল প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সোহেল আহমেদ বলেন, ডিসিপ্লিনারি বোর্ডে আলোচনার পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান বলেন, পাওনা টাকা আদায় করার জন্য কাউকে আটকে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। তাই আটককৃতদের দাবি সত্য হলেও আইনের দৃষ্টিতে তাঁরা অপরাধী।